সিদ্ধহেমশব্দানুশাসনম্

হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ

[সম্পাদনা, অনুবাদ এবং বিশেষ ব্যাখ্যা সহ]

অধ্যাপক ডঃ জগৎরাম ভট্টাচার্য্য

এম.এ, এম.ফিল (সংস্কৃত), পি.এইচ.ডি (ভাষাবিজ্ঞান), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর, সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
প্রাক্তন প্রফেসর ও বিভাগাধ্যক্ষ, প্রাকৃত-সংস্কৃত বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার
জৈন বিশ্বভারতী (মান্য বিশ্ববিদ্যালয়), লাডনুঁ, রাজস্থান
অতিথি অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
এসোসিয়েট মেম্বার, সেন্টার ফর জৈন স্টাডিজ
স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ
লণ্ডন ইউনিভার্সিটি

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

পুরোবাক্

হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ হল তাঁরই রচিত সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসনের অষ্টম অধ্যায়। কলিকালসর্বজ্ঞ হেমচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীর (১০৮৮—১১৭২ খ্রীষ্টাব্দ) একজন শ্বেতাম্বর আচার্য। তিনি জৈন ধর্ম ও দর্শনের প্রচার-প্রসারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষায় তাঁর অনন্য কীর্তি বিদ্বদ্‌জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করেছে। গুজরাতের ধুন্ধুকা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গুজরাতের রাজা চালুক্যবংশীয় জয়সিংহ সিদ্ধরাজ (১০৯৪—১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং পরে রাজা কুমারপাল (১০৯২—১১৭২ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজধানী অনহিল্লপুরে রাজা সিদ্ধরাজের অনুপ্রেরণায় তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ রচনা করেন। সেই জন্য ব্যাকরণের নাম দিয়েছেন সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসন। কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্রই নয়। অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং রচনায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর নিরন্তর সারস্বত সাধনার ফলশ্রুতি রূপে জৈন শ্রমণ সমাজে শ্রেষ্ঠ আচার্য রূপে তিনি খ্যাত হন। সিদ্ধরাজ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও কুমারপাল জৈনধর্মে দীক্ষিত হন এবং সমগ্র রাজ্যে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এই পরম্পরা আজও গুজরাতে প্রচলিত রয়েছে।

হেমচন্দ্র বহু শাস্ত্র রচনা করেছেন। ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থগুলি হল—(১) সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসন বা হৈম-শব্দানুশাসন, (২) ধাতুপাঠ : ধাতুপারায়ণ, ধাতুমালা, (৩) উণাদি-সূত্রবৃত্তি এবং (৪) লিঙ্গানুশাসন। অভিধান বা কোষ-কাব্য গুলি হল— (১) অভিধান-চিন্তামণি : নামমালা, নামমালা-শেষ, (২) অনেকার্থ-সংগ্রহ : অনেকার্থ-শেষ, (৩) নিঘন্টুশেষ : শেষ-সংগ্রহ, কোষ-সংগ্রহ-সারোদ্ধার, (৪) দেশীনামমালা : দেশীশব্দসংগ্রহ এবং (৫) একাক্ষর-নামমালা। ছন্দঃশাস্ত্রে— ছন্দোনুশাসন। অলঙ্কারশাস্ত্রে— কাব্যানুশাসন (অলঙ্কার-চূড়ামণি সহ)। দর্শনশাস্ত্রে—(১) প্রমাণ-মীমাংসা, (২) বলাবল-সূত্র-বৃহদ্বৃত্তি। যোগশাস্ত্রে— যোগশাস্ত্র। মহাকাব্যে— (১) দ্ব্যাশ্রয়-কাব্য বা

কুমারপালচরিত-কাব্য, (২) ত্রিষষ্টি-শলাকাপুরুষ-চরিত। অন্যান্য গ্রন্থ, যেমন— (১) বিভ্রমসূত্র, (২) বীতরাগ-স্তোত্র, বীরস্তুতি, (৩) মহাবীর-স্তোত্র, (৪) দ্ব্যাত্রিংশিকা : অযোগব্যবচ্ছেদিকা, অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা প্রভৃতি।

যদিও বলা হয়ে থাকে হেমচন্দ্রের লেখায় পূর্ববর্তী রচনাকারদের অনুকরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তা সর্বৈব সত্য নয়। হেমচন্দ্রের স্বকীয় শৈলী তাঁর রচনার একটি বিশেষ পরিচয় বহন করে। উদাহরণ রূপে বলা যেতে পারে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মতো হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় দেখা গেলেও বিষয়বস্তুর বর্গীকরণে নূতনত্ব দেখা যায়। হেমচন্দ্র ব্যাকরণে আটটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী নিবদ্ধ হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়ম বলা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় চারটি পাদে বিভক্ত আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে অনেক নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। অর্বাচীন হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই হেমচন্দ্রের সংস্কৃত ব্যাকরণে অনেক নবীন শব্দের সংযোজন হয়েছে। ব্যাকরণের অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যাকরণ চারটি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে সংস্কৃত স্বর এবং অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রাকৃতে বিকার ও বিকাশ বিষয়ে বিবেচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাদে সংস্কৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জন এবং অব্যয় বিষয়ের চর্চা করা হয়েছে। তৃতীয় পাদটিতে শব্দরূপ ও ধাতুরূপের নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পাদে ধাত্বাদেশ, প্রাকৃত উপভাষা, যেমন, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী এবং চূলিকা-পৈশাচীর নিয়ম দেওয়া হয়েছে এবং শেষে অপভ্রংশের বিস্তৃত নিয়মাবলীর বিবেচন করা হয়েছে। প্রাকৃত ব্যাকরণে ১১১৯ টি সূত্র স্বোপজ্ঞ-বৃত্তি সহ আলোচিত হয়েছে।

হেমচন্দ্র-পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ রূপে আমরা কেবল বররুচিকে পাই। বররুচির সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী মানা হয়ে থাকে। বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ গ্রন্থকেই প্রাচীনতম উপলব্ধ ব্যাকরণ রূপে স্বীকার করা হয়। চণ্ডের প্রাকৃত-লক্ষণকে মতান্তরে প্রাচীন বলা হয়। চণ্ডের সময়কাল সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয়নি। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত মানা হয়। কিন্তু প্রাকৃত-লক্ষণে পূর্ণ ব্যাকরণের লক্ষণ না থাকায়, ব্যাকরণ রূপে তেমন মর্যাদা পায়নি। ব্যাকরণ সাহিত্যের পরম্পরায় অনেক প্রাকৃত বৈয়াকরণের পরিচয় আমারা পেয়ে থাকি। খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু প্রাকৃত বৈয়াকরণ হয়েছেন। বৈয়াকরণগণের সূচীকে লক্ষ্য

করলে মূলতঃ দুই ধরণের বৈয়াকরণদের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব-ভারতীয় প্রাকৃত বৈয়াকরণ এবং পশ্চিম-ভারতীয় প্রাকৃত বৈয়াকরণ। আমার শিক্ষক স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর Eastern School of Prakrit Grammarians গ্রন্থে বৈয়াকরণদের বর্গীকরণ সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। নীচে তালিকা মাধ্যমে প্রমুখ কয়েকজন বৈয়াকরণের উল্লেখ করা হল।

সময়	পূর্বভারতীয়	কৃতি	পশ্চিমভারতীয়	কৃতি
খ্রীঃপূঃ			বাল্মীকি (?)	কিছু সূত্র (?)
খ্রীঃপূঃ বা খ্রীঃ	শাকল্য, মাণ্ডব্য, কোহল, কপিল			
৩য় শতাব্দী	ভরত	নাট্যশাস্ত্র (১৭ অধ্যায়)		
৫ম শতাব্দী	বররুচি	প্রাকৃতপ্রকাশ		
১০ — ১১ শতাব্দী	ক্রমদীশ্বর	প্রাকৃতাধ্যায়		
১১ — ১২ শতাব্দী			হেমচন্দ্র	সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন
১২ — ১৪ শতাব্দী	পুরুষোত্তম	প্রাকৃতানুশাসন		
১২ — ১৪ শতাব্দী			ত্রিবিক্রম	প্রাকৃতশব্দানুশাসন

এছাড়াও আরও কয়েকজন পূর্বভারতীয় এবং পশ্চিমভারতীয় প্রাকৃত বৈয়াকরণ রয়েছেন যাঁরা প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। পূর্বভারতীয় প্রাকৃত বৈয়াকরণদের মধ্যে রামশর্মা তর্কবাগীশ, মার্কণ্ডেয়, জীব গোস্বামী এবং রাবণ লঙ্কেশ্বর দের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রামশর্মা তর্কবাগীশ রচিত প্রাকৃতকল্পতরু ব্যাকরণটি পদ্যে রচিত। মার্কণ্ডেয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাকৃত বৈয়াকরণ এবং তাঁর রচিত প্রাকৃত-সর্বস্ব গ্রন্থটি পারম্পরিক ব্যাকরণ গ্রন্থ রূপে বিদ্বৎ সমাজে বিশেষ সমাদৃত। জীব গোস্বামীর রচিত ব্যাকরণ হল হরিনামামৃতে-প্রাকৃতপাদ তথা রাবণ লঙ্কেশ্বর দ্বারা রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণের নাম হল প্রাকৃত-কামধেনু।

একই ভাবে পশ্চিম-ভারতীয় প্রাকৃত বৈয়াকরণদের মধ্যে হেমচন্দ্র এবং ত্রিবিক্রম বিশেষ প্রসিদ্ধ হলেও আরো কয়েকজন বৈয়াকরণ এবং তাঁদের কৃতির বিষয়ে সংক্ষেপে

আলোচনা করা যেতে পারে। সিংহরাজ রচিত ব্যাকরণ হল প্রাকৃত-রূপাবতার, লক্ষ্মীধরের প্রাকৃত ব্যাকরণ হল ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, অপ্পয়দীক্ষিত রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণের নাম হল প্রাকৃত-মণিদীপ, বালসরস্বতী রচিত ব্যাকরণ হল ষড়্ভাষাবিবরণ, শুভচন্দ্র রচিত ব্যাকরণটি হল শব্দচিন্তামণি এবং শ্রুতসাগর রচিত ব্যাকরণের নাম হল ঔদার্যচিন্তামণি।

পূর্ব ভারতীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় প্রাকৃত বৈয়াকরণদের সাধারণ তুলনায় দেখা যায়, প্রাচীণতার দৃষ্টিতে বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ সর্বাধিক প্রচলিত প্রাকৃত ব্যাকরণ। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ এর বেশ কয়েকটি টীকা গ্রন্থ আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে কাত্যায়নের প্রাকৃত-মঞ্জরী, ভামহের মনোরমা-বৃত্তি, বসন্তরাজের প্রাকৃত-সঞ্জীবনী, সদানন্দ রচিত সুবোধিনী, নারায়ণ বিদ্যাবিনোদের প্রাকৃত-পাদটীকা, রামপাণিবাদ রচিত প্রাকৃত টীকা এবং রঘুনাথ কৃত প্রাকৃতানন্দ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একই ভাবে হেমচন্দ্রের সিদ্ধ-হেমশব্দানুশাসনের উপরও কয়েকটি বিশেষ টীকা গ্রন্থ আমরা পেয়ে থাকি। উদয়সৌভাগ্যগণির ব্যুৎপত্তিদীপিকা এবং নরচন্দ্রসূরির প্রাকৃত-প্রবোধ হল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণের উপর নরসিংহের প্রাকৃত-শব্দ-প্রদীপিকা নামক টীকার উল্লেখ পেয়ে থাকি।

আগেই আলোচনা হয়েছে, পূর্ব ভারতীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় বৈয়াকরণদের মধ্যে কয়েকজন প্রাচীণ বৈয়াকরণের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তীকালীন বৈয়াকরণদের রচনায়। যেমন, শাকল্যের উল্লেখ পাই পুরুষোত্তম, রামশর্মা তর্কবাগীশ এবং মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃত ব্যাকরণে, মাণ্ডব্য এবং কপিলের কথা বলা হয়েছে রামশর্মা তর্কবাগীশ এবং মার্কণ্ডেয়ের ব্যাকরণে তথা কোহল এর উল্লেখ মার্কণ্ডেয়র ব্যাকরণ থেকে জানা যায়।

ছাত্রাবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ বলতে Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune থেকে প্রকাশিত PL Vaidya এর বইখানি আমার কাছে একটি আদর্শ গ্রন্থ রূপে সংরক্ষিত হয়ে আছে। আমার এই কাজে জ্ঞানমুনি দ্বারা সম্পাদিত হিন্দী গ্রন্থটিও বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। এ ছাড়াও কিছু হিন্দী ও গুজরাটী গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলি বর্তমান গ্রন্থ নির্মাণে বিশেষ সহায়তা করেছে। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে বেশ কিছু প্রসঙ্গ আছে যেখানে বিশেষ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে প্রায় সব সংস্করণেই কিছু উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। আমি এখানে সেগুলির যথাযোগ্য সমাধানের চেষ্টা করেছি।

সিদ্ধ-হেম-শব্দানুশাসনের সম্পাদনা ও অনুবাদে যাঁর কাছ থেকে অপার প্রেরণা ও আশীর্বাদ পেয়েছি তিনি আমার গুরু স্বর্গীয় অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি সহৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করি। বইটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হলে খুব আনন্দ পেতেন। আমার এই কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে খুবই সহযোগিতা পেয়েছি। গবেষক-ছাত্র উত্তম মাজি ও অমিত দত্ত কম্পোজিং এবং প্রুফরিডিং এর কাজে বিশেষ সহায়তা করেছে। এরা দুজনেই আমার ধন্যবাদের পাত্র। সংস্কৃত বুক ডিপো'র কর্ণধার শ্রীযুক্ত অভয় বর্মণ মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহের জন্যই বইটি প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষায় প্রথম হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হচ্ছে। আশা রাখি বাংলার পণ্ডিত সমাজে বইটি বিশেষ উপযোগী সিদ্ধ হবে। তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

অলমিতি বিস্তরেণ—

জগৎরাম ভট্টাচার্য্য

২০২৩